সংবাদ

তারিখ 21 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শ্রীপুরে আইকিউই মডেল প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সাড়া জাগিয়েছে

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিয়ে বিদ্যমান হতাশা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও প্ল্যান বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে 'ইমপ্রুভমেন্ট অফ কোয়ালিটি এডুকেশন' নামের একটি মডেল প্রকল্প। স্থানীয় ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে এই কার্যক্রম ২০০৫ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে এবং এরই মধ্যে এর বেশকিছু সুফল সুস্পষ্ট হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৪ হাজার ১৩ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক ক্লাসের আগে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হচ্ছে, যা পরে জাতীয় টেক্সটবুক বোর্ডের নির্ধারিত শিখনযোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাল মেলাতে সক্ষম হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় ৪৩টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ৪ হাজার ১৩ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরুর আগে ২ ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদান করা হচ্ছে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পরিচালনায় এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সদস্য, স্কুল শিক্ষক, উপজেলা বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৯৭টি সোপান, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ৩৯টি ক্যাম্প সেকশন এবং ১৩৬ জন কমিউনিটি শিক্ষকের মাধ্যমে আইকিউই'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলত শ্রীপুরে ৩টি ইউনিয়ন– রাজাবাড়ী, প্রহ্লাদপুর ও গোশিংগায় আইকিউই মডেলটির কার্যক্রম চলছে। এসব ইউনিয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও প্ল্যান বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত আইকিউই মডেল ছাড়াও কমিউনিটির সব বয়সের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০টি কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারও রয়েছে।

এই প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করার সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার সালমা পারভীন, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ বাচ্চু মোল্লা, প্ল্যান বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (লার্নিং) জায়িদ হোসাইন প্রমুখ আইকিউই মডেল ও কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে এই প্রতিবেদককে অবহিত করেন।

শ্রীপুরে রাজাবাড়ী ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুরে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়েও আইকিউই মডেল প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ওই স্কুলের শিক্ষক চন্দ্রমোহন রায় ও শহিদুল ইসলাম বলেন, এই প্রকল্প নেয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সহজ হচ্ছে কারণ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের যার যেখানে দুর্বলতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে আগে থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও এসএমসি'র সদস্যরা বিশেষ অভিভাবকদের নির্ধারিত সভায় উপস্থিতির হারও বেড়েছে অনেক। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়া শিশুদের হার প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। অন্যদিকে কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারে গর্ভবতী মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার আগে প্রস্তুতিমূলক হিসেবে প্রি-স্কুল বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান ইত্যাদি দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া এসব সেন্টারে বই ও সংবাদপত্র পড়ার সুযোগও রয়েছে। কমিউনিটির সদস্যরা এখানে গান পরিবেশনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকে।

আইকিউই মডেলের আওতায় শিক্ষা নিচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা